কৃষিই সমৃদ্ধি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি ভবন
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০
(সবজি বীজ বিভাগ)
www.badc.gov.bd

স্মারক নং-১২.০৬.০০০০.২৮১.৩৭.০৪৬.২৬-৮৩৫ তারিখঃ ১৬ জুন ২০২৬

বিষয়: ২০২৬-২৭ উৎপাদন বর্ষে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজের বাল্বলেট এর উৎপাদন কর্মসূচি।

সবজি বীজ বিভাগের মাধ্যমে ২০২৬-২৭ উৎপাদন বর্ষে ০৯টি বীজ উৎপাদন খামার, ০১টি আলুবীজ উৎপাদন খামার, ০১টি ভিত্তি পাটবীজ উৎপাদন খামার, ০৬টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, ০৩টি এগ্রো সার্ভিস সেন্টার এবং ০২টি সবজি বীজ উৎপাদন খামারের ৪৩.১৬ একর জমিতে ২১৫.৮০ মে.টন গ্রীষ্মকালীন বাল্বলেট উৎপাদনের কর্মসূচি এতদ্বারা জারি করা হলো। পেঁয়াজ বাল্বলেট উৎপাদন কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ 'পরিশিষ্ট-ক' তে দেয়া হলো।

সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধানকে স্ব-স্ব কেন্দ্রের উৎপাদন কার্যক্রম সার্বিকভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে হবে।

১। বপন মৌসুমের শুরুতে সবজি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় পেঁয়াজ বীজ সংগ্রহ নিশ্চিত করবেন।

২। বীজ উৎপাদন কর্মসূচি বাস্তবায়নে মসলা গবেষণা কেন্দ্রের উৎপাদন প্রযুক্তি অনুসরণ করবেন ।

৩। বাল্বলেট উৎপাদনের লক্ষ্যে যথাসময়ে ও যথাযথভাবে বীজতলা তৈরি, মুল জমি তৈরি, জৈব ও রাসায়নিক সার ব্যবহার, সময়মত বীজ বপন এবং অন্যান্য আন্ত:পরিচর্যা করার বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

৪। পেঁয়াজ একটি উচ্চ পরপরাগায়িত ফসল (Highly cross pollinated crop) হওয়ায় এর জাতের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য নিয়মিত অফ টাইপ গাছ বাছাই করে ফেলে দিতে হবে।

৫। সংশ্লিষ্ট উপপরিচালকগন তাদের বাল্বলেটের অঙ্গজ বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে ও বাল্বলেট সংগ্রহের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কমিটির মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে মাঠমান নিশ্চিত করবেন এবং সম্ভাব্য পেঁয়াজ বাল্বলেট প্রাপ্তির পরিমাণ যথাসময়ে যুগ্মপরিচালক (সবজি বীজ), বিএডিসি, ঢাকা এর নিকট প্রেরণ করবেন।

৬। পেঁয়াজ বাল্বলেট উৎপাদনকারী উপপরিচালকগণ বাল্বলেট সংগ্রহপূর্বক নিজস্ব খামারে কিউরিং এর জন্য সংরক্ষণ করবেন।

৭। যুগ্মপরিচালক (সবজি বীজ) এর সার্বিক তত্বাবধানে সামগ্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

৮। সংশ্লিষ্ট সকলকে নিষ্ঠার সাথে পেঁয়াজ বীজ থেকে বাল্বলেট উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৯। এ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় সংশ্লিষ্ট খামার হতে নির্বাহ হবে এবং উৎপাদিত ফসলের মূল্য বিটিআই বিলের মাধ্যমে সমন্বয় হবে।

১০। বীজ হতে বাল্ব এবং বাল্ব হতে বীজ উৎপাদনের সকল কার্যক্রম গ্রহনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে বিএডিসি'র প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

১১। প্রস্তুতকৃত পরিকল্পনা আগামী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

সংযুক্তি:

১. পেঁয়াজের বীজ থেকে বাল্বলেট উৎপাদন কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ -'পরিশিষ্ট-ক'।
২. গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের চারা উৎপাদন প্রযুক্তি -'পরিশিষ্ট-খ'।

১৬/৬/২৬
(মো. আবীর হোসেন)
মহাব্যবস্থাপক (বীজ)
বিএডিসি, ঢাকা।

অনুলিপি (কার্যার্থে):

১। যুগ্ম পরিচালক (উদ্যান), উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, বিএডিসি, কাশিমপুর/রাজশাহী/যশোর।
২। যুগ্মপরিচালক (পাটবীজ), নশিপুর ভিত্তি পাটবীজ উৎপাদন খামার
৩। উপপরিচালক (উদ্যান/এএসসি), বিএডিসি, বগুড়া/কুষ্টিয়া/টাঙ্গাইল/দিনাজপুর/মেহেরপুর।
৪। উপপরিচালক (খামার), বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, পাথিলা/ গোকুলনগর/ তাম্বুলখানা/ পাংশা/ টেবুনিয়া/ কুশাডাংগা/ মথুরা/ নীলফামারী/ ঠাকুরগাঁও/ মেহেরপুর।
৫। উপপরিচালক (সবজি বীজ), সবজি বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, রংপুর/মেহেরপুর।
৬। উপপরিচালক (সবজি বীজ), সবজি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, গাবতলী, মিরপুর, ঢাকা। সংশ্লিষ্ট খামারসমূহে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ও জাত অনুযায়ী পেঁয়াজ বীজ সরবরাহ করার জন্য বলা হলো।
৭। কম্পিউটার প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, মনিটরিং বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)।
৮। জনসংযোগ কর্মকর্তা, জনসংযোগ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা।

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে):

১। অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (খামার), বিএডিসি, ঢাকা।
২। মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান/বীজ/পাটবীজ), বিএডিসি, ঢাকা।
৩। সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) মহোদয়ের সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিএডিসি, ঢাকা।

পরিশিষ্ট 'ক'

২০২৬-২৭ উৎপাদন বর্ষে গ্রীষ্মকালীন বাল্বলেট উৎপাদন কার্যক্রমের বিভাজন

ক্রমিক নং	পেঁয়াজ বীজ ও পেঁয়াজ বাল্ব বীজ উৎপাদনকারী খামার	ফসলের নাম	জাতের নাম	ব্যবহৃত পেঁয়াজ বীজের পরিমাণ (কেজি)	আবাদকৃত জমি (একর)	বীজ থেকে বাল্ব উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (মে.টন)	মন্তব্য
১	বীজ উৎপাদন খামার, তাম্বুলখানা	পেঁয়াজ বাল্বলেট	এন ৫৩	১০.০০০	৩.৩৩	১৬.৬৫০	
			বিএডিসি ০০৬ (গ্রীষ্মকালীন লাইন)	১০.০০০	৩.৩৩	১৬.৬৫০	
২	বীজ উৎপাদন খামার, টেবুনিয়া	পেঁয়াজ বাল্বলেট	এন ৫৩	১৮.০০০	৬.০০	৩০.০০০	
৩	বীজ উৎপাদন খামার, গোকুলনগর	পেঁয়াজ বাল্বলেট	এন ৫৩	৬.০০০	২.০০	১০.০০০	
৪	বীজ উৎপাদন খামার, বারাদি	পেঁয়াজ বাল্বলেট	বারি পেঁয়াজ-৫	১২.০০০	৪.০০	২০.০০০	
৫	বীজ উৎপাদন খামার, কুশাডাংগা	পেঁয়াজ বাল্বলেট	এন ৫৩	১২.০০০	৪.০০	২০.০০০	
৬	বীজ উৎপাদন খামার, পাথিলা	পেঁয়াজ বাল্বলেট	এন ৫৩	৬.০০০	২.০০	১০.০০০	
৭	বীজ উৎপাদন খামার, করিঞ্চা	পেঁয়াজ বাল্বলেট	এন ৫৩	৬.০০০	২.০০	১০.০০০	
৮	বীজ উৎপাদন খামার, মথুরা	পেঁয়াজ বাল্বলেট	এন ৫৩	৭.৫০০	২.৫০	১২.৫০০	
৯	বীজ উৎপাদন খামার, ঠাকুরগাঁও	পেঁয়াজ বাল্বলেট	এন ৫৩	৬.০০০	২.০০	১০.০০০	
১০	ডোমার ভিত্তি বীজ আলু উৎপাদন খামার	পেঁয়াজ বাল্বলেট	এন ৫৩	৬.০০০	২.০০	১০.০০০	
১১	নশিপুর ভিত্তি পাটবীজ উৎপাদন খামার	পেঁয়াজ বাল্বলেট	বারি পেঁয়াজ-৫	৬.০০০	২.০০	১০.০০০	
১২	সবজি বীজ উৎপাদন খামার, মেহেরপুর	পেঁয়াজ বাল্বলেট	এন ৫৩	৩.০০০	১.০০	৫.০০০	
১৩	সবজি বীজ উৎপাদন খামার, রংপুর	পেঁয়াজ বাল্বলেট	এন ৫৩	৩.০০০	১.০০	৫.০০০	
১৪	উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, কাশিমপুর	পেঁয়াজ বাল্বলেট	এন ৫৩	৬.০০০	২.০০	১০.০০০	
১৫	উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, রাজশাহী	পেঁয়াজ বাল্বলেট	এন ৫৩	১.৫০০	০.৫০	২.৫০০	
১৬	উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, বগুড়া	পেঁয়াজ বাল্বলেট	বারি পেঁয়াজ-৫	০.৭৫০	০.২৫	১.২৫০	
১৭	উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, যশোর	পেঁয়াজ বাল্বলেট	এন ৫৩	১.৫০০	০.৫০	২.৫০০	
১৮	উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, কুষ্টিয়া	পেঁয়াজ বাল্বলেট	এন ৫৩	১.৫০০	০.৫০	২.৫০০	
১৯	উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, টাঙ্গাইল	পেঁয়াজ বাল্বলেট	এন ৫৩	০.৭৫০	০.২৫	১.২৫০	
২০	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার, দিনাজপুর	পেঁয়াজ বাল্বলেট	এন ৫৩	৪.৫০০	১.৫০	৭.৫০০	
২১	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার, মেহেরপুর	পেঁয়াজ বাল্বলেট	বারি পেঁয়াজ-৫	০.৭৫০	০.২৫	১.২৫০	
২২	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার, রংপুর	পেঁয়াজ বাল্বলেট	এন ৫৩	০.৭৫০	০.২৫	১.২৫০	
			মোট পেঁয়াজ বাল্বলেট	১২৯.৫০০	৪৩.১৬	২১৫.৮	

(মীর সাঈদা আক্তার সীমা)
সি:সহকারী পরিচালক (সবজি বীজ)
বিএডিসি, ঢাকা

ড. আজিজা বেগম
উপপরিচালক (সবজি বীজ)
বিএডিসি, ঢাকা

(মেছবাহউদ্দিন আহমেদ)
যুগ্মপরিচালক (সবজি বীজ)
বিএডিসি, ঢাকা

(মো. আবীর হোসেন)
মহাব্যবস্থাপক (বীজ)
বিএডিসি, ঢাকা।

কোকোপিটের মাধ্যমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের চারা উৎপাদন প্রযুক্তি

প্রযুক্তির বর্ণনা

বীজ তলা শোধনঃ কোকোপিটের মাধ্যমে বীজতলা তৈরীর ক্ষেত্রে মাটিতে মালচ পলিথিন বিছিয়ে নিদিষ্ট দুরত্ব পর পর ফুটা করে তার উপর কোকোপিট দিয়ে চারা উৎপাদন করা হয়। এক্ষেত্রে বীজতলা অবশ্যই শোধন করে নিতে হবে। প্রতি লিটার পানিতে ৪ গ্রাম হারে ব্লুকপার/কপার সালফেট/কুপ্রাভিট মিশিয়ে বীজ তলা শোধন করা যায়। বীজ তলার উপর ১০ সেমি. পুরু করে কাঠের গুড়া/খড় বিছিয়ে আগুন জ্বালিয়ে বীজতলা শোধন করা যায়। তাছাড়া মাটি ভালভাবে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে উল্টে দিয়ে ৫-৭ দিন সূর্যালোকে সাদা পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিয়ে বীজ তলা শোধন করা যায়।

বীজতলা তৈরীঃ কোকোপিট দিয়ে চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজতলা তৈরির পূর্বে জমি ভালভাবে চাষ দিয়ে আগাছা পরিস্কার করতে হবে এবং মাটি ঝুড়ঝুড়ে করতে হবে। ১০ মি. X ১ মি. আকারের বীজতলা তৈরী করতে হবে। বীজ তলার চার পাশে যাতায়াত ও পানি নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য ৩০-৪০ সে.মি. চওড়া এবং ১৫-২০ সে.মি. গভীর নালা রাখতে হবে। বীজতলায় বৃষ্টি বা সেচের অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য বীজতলায় বিছানো মালচ পলিথিন ১২-১৫ ইঞ্চি পর পর ১ বর্গ ইঞ্চি ব্যাসের ২-৩ সারি ফুটা করে দিতে হবে। এখানে খেয়াল রাখতে হবে যাতে করে মালচ পলিথিনের সিলভার রঙের অংশটি উপরে এবং কালো রঙের অংশ নিচের দিকে থাকে। মালচ পলিথিনের উপর ১.০-১.৫ ইঞ্চি পুরু করে কোকোপিট বিছিয়ে দিতে হবে। কোকোপিট এমনভাবে বিছাতে হবে যাতে করে বীজ তলার সকল অংশে সমান ভাবে পরে। কোকোপিট বিছানোর পরে শোধিত বীজ প্রতি বর্গমিটারে ১০-১২ গ্রাম হারে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। তবে বীজের পরিমান বীজ গজানোর হারের উপর ভিত্তি করে কম/বেশি হতে পারে। বীজ ছিটানোর পর বীজ ঢেকে দেওয়া জন্য বীজের উপরে হালকা করে কোকোপিট (১/২-১সেমি.) ছিটিয়ে দিতে হবে যাতে করে বীজ ঢেকে যায়। এরপর লোহার পাইপ (এসএস পাইপ)/বাঁশ/কলার গাছের গোড়ার অংশ দিয়ে বীজতলার উপর রোলিং করে দিতে হবে। যাতে করে কোকোপিট বীজের গায়ে ভালভাবে লেগে যায় এতে করে দ্রুত বীজ গজানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়।

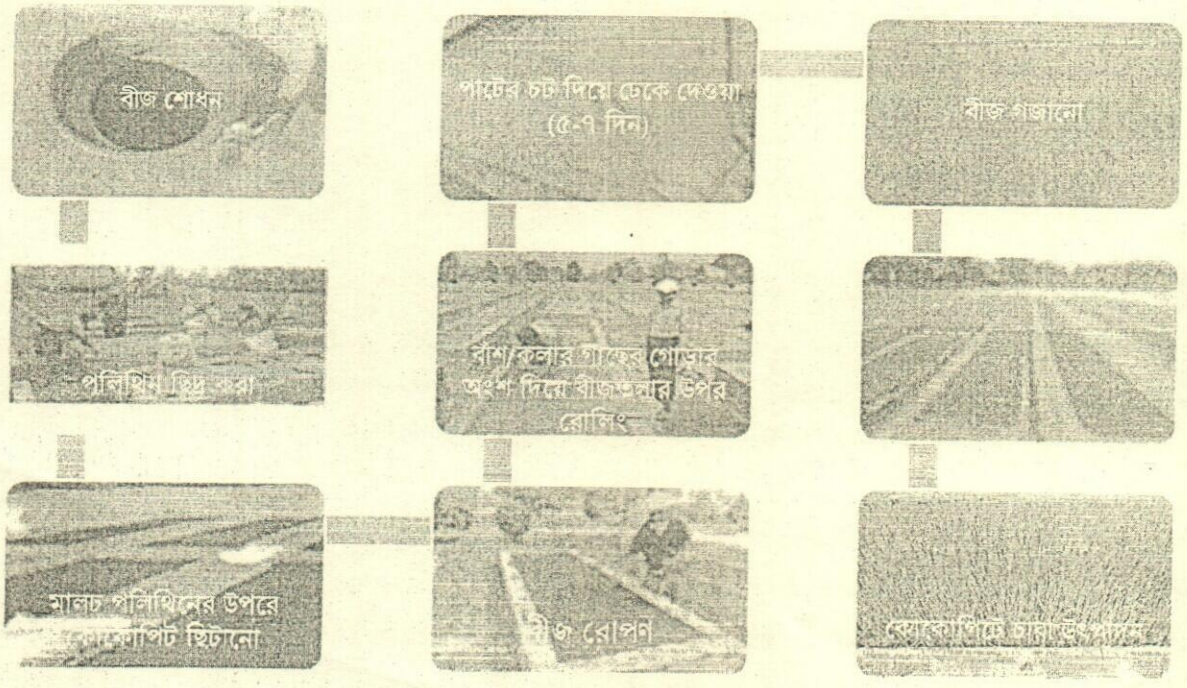

বীজহারঃ কোকোপিটে চারা উৎপাদনের জন্য প্রতি বর্গমিটারে ১০-১২ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়। তবে বীজ গজানোর হারের উপর নির্ভর করে বীজ হার কম বা বেশি হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যাতে বীজের হার সঠিক থাকে, না হলে চারার ঘনত্ব কম/বেশি হতে পারে। চারার ঘনত্ব বেশি হলে চারা লিকলিকে এবং দুর্বল হবে। আবার চারার ঘনত্ব কম হলে প্রতি বর্গমিটারে চারার সংখ্যা কমে যাবে। কাজেই কোকোপিটে চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজ গজানোর হার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বীজ শোধনঃ সুস্থ সবল চারা উৎপাদনের জন্য অবশ্যই বীজ শোধন করতে হবে। বীজ শোধনের পূর্বে বীজ ২-৩ ঘন্টা রোদে রাখতে হবে। এর পর বীজ ঠান্ডা করার পর ১০-১২ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পানি ঝরার জন্য ভেজানো বীজগুলো পানি থেকে তুলে কাপড় বা পাতলা চটের বস্তায় বেধে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। পানি ঝড়ে গেলে প্রতি কেজিতে ২.৫-৩.০ গ্রাম প্রোভেক্স /অটোস্টিন দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। বীজ শোধনের পর শোধিত বীজকে হালকা রৌদ্রযুক্ত স্থানে শুকিয়ে নিতে হবে। এতে করে বীজের গায়ের পানি শুকিয়ে যাবে এবং বীজ ঝুরঝরে হবে । ফলে বীজ বপন করতে সুবিধা হবে।

বীজ বপনের সময়ঃ গ্রীষ্মকালীন/বর্ষাকালীন পেঁয়াজের বীজ সারা বছর বপন করা যায়। আগাম চাষের জন্য জানুয়ারী-মার্চ এবং নাবী চাষের জন্য জুন- আগষ্ট মাস পর্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

পলি সেড তৈরিঃ পেঁয়াজের চারা উৎপাদনের জন্য পলিসেড তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ। কারন গ্রীষ্ম/বর্ষাকালে প্রচন্ড রোদ এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। এতে করে চারা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বানিজ্যিকভাবে বা বেশী চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে পলিসেড তৈরী করে সেখানে চারা করলে এক জায়গায় বেশী করে চারা উৎপাদন করা সম্ভব। গ্রীষ্মকালে প্রচুর তাপমাত্রার কারনে চারা পুড়ে যেতে পারে এজন্য চারায় ছায়া প্রদানের জন্য সবুজ রং এর নেট (৫০%) প্রদান করতে হবে। এতে করে চারা অত্যাধিক গরম থেকে রক্ষা পাবে। না হলে অতিরিক্ত গরমে চারা শুকিয়ে যেতে পারে এবং রোগ জীবানু ও পোকা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। বর্ষাকালে চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেডনেট এবং অতিরিক্ত বৃষ্টি থেকে চারা রক্ষার জন্য সাদা পলিথিন ব্যবহার করতে হবে। পলি সেডের উচ্চতা বীজতলার লেবেল থেকে ৬-৭ ফুট উচু হওয়া বাঞ্ছনীয়। যার ফলে পর্যাপ্ত আলো বাতাস ভেতরে প্রবেশ করতে পারে এবং পলিসেডের ভেতরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকায় রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমন কম হয়। বর্ষাকালে সেড তৈরীর ক্ষেত্রে আগে পলিথিন দিতে হবে এবং এর উপরে সবুজ রংএর সেডনেট (৫০%) দিতে হবে। এতে করে সেডের ভিতরে তাপমাত্রা কম বা স্বাভাবিক থাকায় চারা সুস্থ ও সবল থাকবে। পলিথিনের উপরে সেড নেট ব্যবহার করলে সেডনেটের বাহিরে এবং ভিতরের তাপমাত্রা পার্থক্য হয় (১-২° সে.)। চারার বয়স ১৫-২০দিন হয়ে গেলে পলিথিনের নীচের সেডনেট সরিয়ে ফেলতে হবে। তা না হলে চারা দুর্বল ও লিকলিকে হওয়ায় চারা রোপনের পর চারা মারা যাওয়ার হার বৃদ্ধি পাবে।

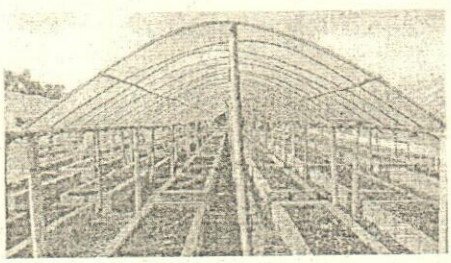
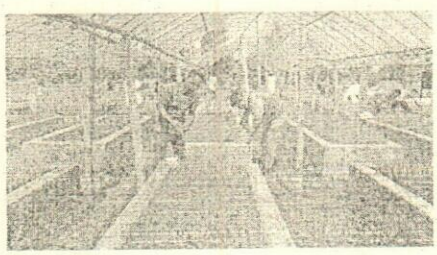

চিত্রঃ পলিসেডে কোকোপিটের মাধ্যমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের চারা উৎপাদন

আন্তঃপরিচর্যাঃ বীজ বপনের পরপরই বীজ তলার চারিদিকে সেভিন অথবা ফিনিক্স পাউডার ছিটিয়ে দিতে হবে যাতে পিঁপড়া বীজ নিয়ে যেতে না পারে। তাছাড়া ছাই অথবা কেরোসিন ছিটিয়ে পিঁপড়া দমন করা যায়। বীজ তলা চট/পুরানো কাপড়/কলার পাতা/খড়কুটা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ফলে বীজ গজানোর প্রক্রিয়া তরান্বিত হবে। বীজ ঢেকে দেওয়ার একদিন পর ঝর্ণা অথবা ঝাঝড়ি দিয়ে চটের উপর হালকা করে পানি দিতে হবে যাতে কোকোপিট ভিজে যায়। বীজ বপনের ৪-৫ দিনের মধ্যে বীজ অংকুরিত হওয়া শুরু করে। ৫০-৬০ ভাগ বীজ অংকুরিত হলে এবং অংকুরের

মাথা সবুজ হলে বীজতলা থেকে চট উঠিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে সকালে বা বিকালে বীজ তলায় পানি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। কোনভাবেই দুপুড়ের রোদে বীজতলায় পানি দেওয়া যাবেনা। কারন এ সময় বীজতলা অত্যাধিক গরম থাকে। এ সময় সেচ দিলে চারার গোড়া পচাঁ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বৃষ্টির সময় শুধুমাত্র বীজতলা ঢেকে রাখতে হবে, অন্য সময় বীজতলা উন্মুক্ত রাখতে হবে। এতে চারা লিকলিকে হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। কোনভাবেই সারাদিন পলিথিন দিয়ে বীজতলা ঢেকে রাখা যাবেনা। এতে বীজতলা প্রচুর গরম হওয়ায় রোগ ও পোকামাকড় আক্রমন বেশী হতে পারে। প্রখর রোদের সময় (সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত) বীজ তলায় ছায়ার ব্যবস্থা করতে পারলে বীজতলা ঠান্ডা থাকায় চারা সুস্থ ও সবল থাকে। অন্যথায় বীজতলার চারা রোগ বা পোকা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। কোকোপিটে কোন আগাছা জন্মায় না ফলে নিড়ানীর প্রয়োজন হয় না । তবে পলিথিন মালচের ফুটাযুক্ত স্থান দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আগাছা জন্মাতে পারে। এগুলো পরিস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক সময় পলিথিন মালচ ভেদ করে মুথা ঘাস গজাতে পারে। এক্ষেত্রে মুথা ঘাস টেনে অপসারন করতে হবে। কোকোপিটে চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিদিন সকালে বিকালে বীজতলায় ঝাঝড়ি দিয়ে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। কোনভাবে সরাসরি পাইপ দিয়ে সেচ দেওয়া যাবে না। সরাসরি পাইপ দিয়ে সেচ দিলে পানির চাপে চারার গোড়া থেকে কোকোপিট সরে যেতে পারে। এতে চারা মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে পাইপের মাথায় নজেল লাগিয়ে ফুয়ারা আকারে সেচ দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে চারার গোড়া থেকে কোকোপিট সরে না যায় । ফলে সুস্থ ও সবল চারা উৎপন্ন হবে।

সার ব্যবস্থাপনাঃ কোকোপিটে প্রচুর পরিমানে খাদ্য উপাদান থাকে যা চারার স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তবে কোকোপিটে খাদ্য উপাদান কম থাকলে প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান প্রয়োগ করতে হবে। কোকোপিটে চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে চারা বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে ১-২ বার নাইট্রোজেন সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। কোকোপিটে সাধারনত ৫-৬ বার চারা উৎপাদন করা যায়। সেই ক্ষেত্রে চারা উৎপাদনের আগে নিদিষ্ট অনুপাতে খাদ্য উপাদান কোকোপিটের সংগে মিশিয়ে দিতে হবে। কোকোপিট বারবার ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিবার পানিতে ধুয়ে নিলে ভাল হয়। এতে করে কোন বিষাক্ত পদার্থ থাকলে তা পানিতে ধুয়ে যাবে।

কোকোপিটের পুনঃব্যবহার ব্যবস্থাপনাঃ কোকোপিট এর মানের উপর নির্ভর করে নিরাপদে প্রায় ৭ বছর পর্যন্ত পুনঃব্যবহার এবং প্রতি বছর ৫-৬ বার ব্যবহার করা যেতে পারে। কোকোপিট থেকে পুরানো স্টাম্প এবং শিকড় অপসারণ করে এবং একটি বাফারিং দ্রবণ দিয়ে treat করে নিতে হবে। কোকোপিট পুনরায় ব্যবহার করার সময় একটি ব্যাকটেরিয়ানাশক বা ছত্রাকনাশক দিয়ে শোধন করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে গাছে কোন রোগের আক্রমন না হয়। প্রতিবার কোকোপিটে পূনঃব্যাবহারের ক্ষেত্রে ১:৪ অনুপাতে জৈব সার ও কোকোপিট মেশাতে হবে।